গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৭.২২.২৪১

তারিখ : ২০ ভাদ্র ১৪৩১ / ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় অতিবৃষ্টি, বন্যা ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বসতবাড়িতে বিনামূল্যে বিভিন্ন জাতের শীতকালিন শাকসবজির বীজ ও নগদ অর্থ সহায়তা বাবদ অর্থ ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ।

সূত্র: অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪.৩৫, তারিখ ০৩/০৯ /২০২৪ খ্রি.

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতে বরাদ্দকৃত ৬১৩৮৫.০০ লক্ষ (ছয়শত তেরো কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকার মধ্যে বীজ ও চারা' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৩৭২০০.০০ লক্ষ (তিনশত বাহাত্তর কোটি) টাকা হতে ৭৮০.০০ লক্ষ (সাত কোটি আশি লক্ষ) টাকা ও ৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৭১৮৫.০০ লক্ষ (একাত্তর কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকা হতে ১৫০৪.৫০ লক্ষ (পনেরো কোটি চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ২২৮৪.৫০০ লক্ষ (বাইশ কোটি চুরাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন জাতের শীতকালিন শাকসবজির বীজ ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নে বর্ণিত ০২ নং অনুচ্ছেদে কৃষক প্রতি পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ, ০৩ নং অনুচ্ছেদে জেলাওয়ারী পুনর্বাসন কর্মসূচির বিবরণ, ০৪ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলী ও প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট ২০ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এর অনুকূলে ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল:

০২। এ পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষক প্রতি প্রদেয় ফসল বীজ ও অন্যান্য সহায়তার বিবরণ:

**বীজ (৮ প্রকারের শীতকালিন সবজি):

ক্রমিক নম্বর	ফসলের নাম	জাত	প্যাকেট সাইজ (গ্রাম)	প্যাকেটের একক মূল্য ((টাকা)	প্যাকেট সংখ্যা	মোট ওজন (গ্রাম)	মোট মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=(৪×৬)	৮=(৫×৬)
১	টমেটো	পুষারুবি	১০	২৪	১	১০	২৪
২	বেগুন	বারি বিটি বেগুন-১	১০	১৬	১	১০	১৬
৩	পালং শাক	কপি পালং	১০০	২৩	৪	৪০০	৯২
৪	লাল শাক	আলতাপেটি	১০০	৫৮	২	২০০	১১৬
		বারিলালশাক-১	১০০	৪০	২	২০০	৮০
৫	শিম	ইপসা-২	৫০	২২	২	১০০	৪৪
		সাদা শিম (রহিম)	৫০	২৩	১	৫০	২৩
৬	লাউ	ক্ষেত লাউ	১০	১৩	১	১০	১৩
৭	অন্যান্য শাক	গিমাকলমি	১০০	২৮	২	২০০	৫৬
		বারিবাটিশাক-১	১০	৭	২	২০	১৪
৮	মিষ্টি কুমড়া	বারোমাসী	১৫	২১	২	৩০	৪২
মোট					২০	১২৩০	৫২০

** একজন কৃষক বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষের জন্য ৮ ধরণের শীতকালিন সবজির মোট ২০ প্যাকেট বীজ (৫২০.০০ টাকা) পাবেন (কৃষক প্রতি ১.২৩০ কেজি বীজ) এবং চারা উৎপাদন ও রোপন বাবদ ১০০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা পাবেন। এ কর্মসূচিতে পরিবহন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ কৃষক প্রতি ৩.০০ টাকা খরচ হবে। অর্থাৎ এ পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় কৃষক প্রতি ব্যয় ১৫২৩.০০ টাকা।

৩। এ পুনর্বাসন কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন (এক নজরে পুনর্বাসন কর্মসূচি)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপকারভোগী কৃষক সংখ্যা	বীজের পরিমাণ (মে. টন)	উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)					মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
				'৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা'	'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'				
				বীজ	পরিবহন ব্যয়	আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	নগদ সহয়তা (চারা উৎপাদন ও রোপন বাবদ)	উপমোট অন্যান্য	
১	নারায়ণগঞ্জ	১০০০	১.২৩০	৫.২০০	০.০২০	০.০১০	১০.০০০	১০.০৩০	১৫.২৩০
২	নরসিংদী	১০০০	১.২৩০	৫.২০০	০.০২০	০.০১০	১০.০০০	১০.০৩০	১৫.২৩০
৩	মুন্সীগঞ্জ	১০০০	১.২৩০	৫.২০০	০.০২০	০.০১০	১০.০০০	১০.০৩০	১৫.২৩০
৪	মানিকগঞ্জ	১০০০	১.২৩০	৫.২০০	০.০২০	০.০১০	১০.০০০	১০.০৩০	১৫.২৩০
৫	কিশোরগঞ্জ	১০০০	১.২৩০	৫.২০০	০.০২০	০.০১০	১০.০০০	১০.০৩০	১৫.২৩০
৬	কুমিল্লা	১৫০০০	১৮.৪৫০	৭৮.০০০	০.৩০০	০.১৫০	১৫০.০০০	১৫০.৪৫০	২২৮.৪৫০
৭	চাঁদপুর	৫০০০	৬.১৫০	২৬.০০০	০.১০০	০.০৫০	৫০.০০০	৫০.১৫০	৭৬.১৫০
৮	বি,বাড়িয়া	৩০০০	৩.৬৯০	১৫.৬০০	০.০৬০	০.০৩০	৩০.০০০	৩০.০৯০	৪৫.৬৯০
৯	সিলেট	৫০০০	৬.১৫০	২৬.০০০	০.১০০	০.০৫০	৫০.০০০	৫০.১৫০	৭৬.১৫০
১০	মৌলভীবাজার	৯০০০	১১.০৭০	৪৬.৮০০	০.১৮০	০.০৯০	৯০.০০০	৯০.২৭০	১৩৭.০৭০
১১	হবিগঞ্জ	২০০০	২.৪৬০	১০.৪০০	০.০৪০	০.০২০	২০.০০০	২০.০৬০	৩০.৪৬০
১২	চট্টগ্রাম	১৯০০০	২৩.৩৭০	৯৮.৮০০	০.৩৮০	০.১৯০	১৯০.০০০	১৯০.৫৭০	২৮৯.৩৭০
১৩	কক্সবাজার	৫০০০	৬.১৫০	২৬.০০০	০.১০০	০.০৫০	৫০.০০০	৫০.১৫০	৭৬.১৫০
১৪	নোয়াখালী	২৫০০০	৩০.৭৫০	১৩০.০০০	০.৫০০	০.২৫০	২৫০.০০০	২৫০.৭৫০	৩৮০.৭৫০
১৫	ফেনী	২৩০০০	২৮.২৯০	১১৯.৬০০	০.৪৬০	০.২৩০	২৩০.০০০	২৩০.৬৯০	৩৫০.২৯০
১৬	লক্ষীপুর	২০০০০	২৪.৬০০	১০৪.০০০	০.৪০০	০.২০০	২০০.০০০	২০০.৬০০	৩০৪.৬০০
১৭	রাঙ্গামাটি	১০০০	১.২৩০	৫.২০০	০.০২০	০.০১০	১০.০০০	১০.০৩০	১৫.২৩০
১৮	খাগড়াছড়ি	৪০০০	৪.৯২০	২০.৮০০	০.০৮০	০.০৪০	৪০.০০০	৪০.১২০	৬০.৯২০
১৯	যশোর	৫০০০	৬.১৫০	২৬.০০০	০.১০০	০.০৫০	৫০.০০০	৫০.১৫০	৭৬.১৫০
২০	খুলনা	১০০০	১.২৩০	৫.২০০	০.০২০	০.০১০	১০.০০০	১০.০৩০	১৫.২৩০
২১	বাগেরহাট	১০০০	১.২৩০	৫.২০০	০.০২০	০.০১০	১০.০০০	১০.০৩০	১৫.২৩০
২২	নড়াইল	২০০০	২.৪৬০	১০.৪০০	০.০৪০	০.০২০	২০.০০০	২০.০৬০	৩০.৪৬০
মোট		১৫০০০০	১৮৪.৫০০	**৭৮০.০০০**	৩.০০০	১.৫০০	১৫০০.০০০	**১৫০৪.৫০**	**২২৮৪.৫০০**

০৪। '২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে বিভিন্ন জাতের শীতকালিন শাকসবজির বীজ ও নগদ সহায়তা বাবদ পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'ও 'কৃষক তথ্য ছক' নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০৫। কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী:

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উপজেলাওয়ারী বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৪. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন করে সে অনুযায়ী সবজি বীজ বিতরণ করবে;

৫. এ কর্মসূচির আওতায় অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী একজন কৃষক বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষের জন্য জন্য ৮ ধরণের ২০ প্যাকেট সবজি-টমেটো (১ প্যাকেট), বেগুন (১ প্যাকেট), পালংশাক (৪ প্যাকেট), লালশাক (৪ প্যাকেট), শিম (৩ প্যাকেট), লাউ (১ প্যাকেট), অন্যান্য শাক-[কলমি শাক (২ প্যাকেট), বাটিশাক (২ প্যাকেট)] এবং মিষ্টি কুমড়া (২ প্যাকেট) বীজ এবং চারা উৎপাদন ও রোপন বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা পাবেন। কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট/বিকাশ/নগদ/রকেট- এর মাধ্যমে নগদ ১০০০.০০ টাকা প্রদান করে মাস্টাররোল সংরক্ষণ করতে হবে;

৬. কর্মসূচির সকল উপকরণ ব্লক/ইউনিয়ন পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে। বিতরণকৃত উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় প্যাকেটকৃত সবজি বীজ জেলাভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী বিএডিসি হতে সংগ্রহ করতে হবে। কোন কারণে বিএডিসি বীজ সরবরাহে ব্যর্থ হলে স্থানীয়ভাবে মানসম্মত বীজ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর অনুমতিক্রমে সংগ্রহ করতে হবে;

৮. বিএডিসি হতে সংগৃহীত টমেটো (পুষারুবি) ১০ গ্রাম, বেগুন (বারি বিটি বেগুন-১) ১০ গ্রাম, পালং শাক (কপিপালং) ১০০ গ্রাম, লালশাক (আলতাপেটি, বারি লালশাক-১) ১০০ গ্রাম, শিম (ইপসা-২, সাদাশিম (রহিম) ৫০ গ্রাম, লাউ (ক্ষেতলাউ) ১০ গ্রাম, অন্যান্য শাক-[কলমি শাক (গিমাকলমি) ১০০ গ্রাম, বাটিশাক (বারিবাটিশাক-১) ১০ গ্রাম] এবং মিষ্টি কুমড়া (বারোমাসী) ১৫ গ্রাম বীজ জেলাভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী প্রতি কৃষককে ৮ ধরনের সবজি বীজের মোট ২০টি প্যাকেট বীজ বিতরণ করতে হবে;

৯. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ২০ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১০. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

১১. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd/ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ২০ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;

১২. সার, বীজ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং

১৩. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৭.২২.২৪১

তারিখ : ২০ ভাদ্র ১৪৩১ / ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

এ আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪.

তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(মুহাম্মদ আনিসুর রহমান)
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৭.২২.২৪১

তারিখ : ২০ ভাদ্র ১৪৩১ / ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**
৬. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি।
১০. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ২০ জেলা)।
১১. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস ++ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)**।
১২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ২২ টি জেলা)।
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৭. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ২২টি জেলা) **(জি.ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
১৮. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ পুনর্বাসন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে খরচ সমন্বয় করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণের অনুরোধসহ)**।
১৯. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**।
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪/০৯/২০২৪
নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমে বিভিন্ন জাতের শীতকালিন শাকসবজির বীজ ও নগদ সহায়তার পুনর্বাসন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

১. সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, বন্যা ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো;
২. অতিবৃষ্টি, বন্যা ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া;
৩. পারিবারিক সবজি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে সবজি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা;
৪. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকগণ পারিবারিক বাগানে উৎপাদিত সবজি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ সাশ্রয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবে;
৫. দেশের সবজি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা যাবে।

কর্মসূচির যৌক্তিকতা:

দেশের ২২টি জেলায় বাড়ী ঘর, রাস্তা-ঘাট, ফসলের জমি বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এতে কৃষকের ফসলি জমিসহ পারিবারিক পর্যায়ে স্থাপিত সবজি চাষ সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়। এই দূর্যোগের সময়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বাগানে প্রায় ১০০ কেজি সবজি উৎপাদিত হবে। গড়ে প্রতি কেজি ৪০.০০ টাকা হিসেবে যার বাজার মূল্য প্রায় ৪০০০ টাকা। শাক-সবজি জাতীয় ফসল আবাদের মাধ্যমে কৃষকের নিজস্ব সবজি চাহিদার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং পারিবারিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টির সরবরাহ ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উপজেলাওয়ারী বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৪. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন করে সে অনুযায়ী সবজি বীজ বিতরণ করবে;

৫. এ কর্মসূচির আওতায় অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী একজন কৃষক বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষের জন্য জন্য ৮ ধরণের ২০ প্যাকেট সবজি- টমেটো (১ প্যাকেট), বেগুন (১ প্যাকেট), পালংশাক (৪ প্যাকেট), লালশাক (৪ প্যাকেট), শিম (৩ প্যাকেট), লাউ (১ প্যাকেট), অন্যান্য শাক-[কলমি শাক (২ প্যাকেট), বাটিশাক (২ প্যাকেট)] এবং মিষ্টি কুমড়া (২ প্যাকেট) বীজ এবং চারা উৎপাদন ও রোপন বাবদ নগদ অর্থ সহায়তা পাবেন। কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট/বিকাশ/নগদ/রকেট- এর মাধ্যমে নগদ ১০০০.০০ টাকা প্রদান করে মাস্টাররোল সংরক্ষণ করতে হবে;

৬. কর্মসূচির সকল উপকরণ ব্লক/ইউনিয়ন পর্যায়ে বিতরণ করতে হবে। বিতরণকৃত উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় প্যাকেটকৃত সবজি বীজ জেলাভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী বিএডিসি হতে সংগ্রহ করতে হবে। কোন কারণে বিএডিসি বীজ সরবরাহে ব্যর্থ হলে স্থানীয়ভাবে মানসম্মত বীজ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর অনুমতিক্রমে সংগ্রহ করতে হবে;

৮. বিএডিসি হতে সংগৃহীত টমেটো (পুষারুবি) ১০ গ্রাম, বেগুন (বারি বিটি বেগুন-১) ১০ গ্রাম, পালং শাক (কপিপালং) ১০০ গ্রাম, লালশাক (আলতাপেটি, বারি লালশাক-১) ১০০ গ্রাম, শিম (ইপসা-২, সাদাশিম (রহিম) ৫০ গ্রাম, লাউ (ক্ষেতলাউ) ১০ গ্রাম, অন্যান্য শাক-[কলমি শাক (গিমাকলমি) ১০০ গ্রাম, বাটিশাক (বারিবাটিশাক-১) ১০ গ্রাম] এবং মিষ্টি কুমড়া (বারোমাসী) ১৫ গ্রাম বীজ জেলাভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী প্রতি কৃষককে ৮ ধরনের সবজি বীজের মোট ২০টি প্যাকেট বীজ বিতরণ করতে হবে;

৯. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ২০ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১০. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

১১. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd/ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ২০ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও ০২ টি পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;

১২. সার, বীজ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং

১৩. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

০৪/০৭/২০২৪

নাইমা অফিরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com**-এ প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)**

জেলা ও উপজেলার নাম:
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতা ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	কর্মসূচি সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বীজ/ নগদ সহায়তার বিবরণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ- নগদ সহায়তা-	